CBCS B.A. POLITICAL SCIENCE HONS

SEM–I : CC-2 T: Constitutional Government and Democracy in India

TOPIC 1. a. The Preamble of the Indian Constitution
ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা

Piku Das Gupta, Associate Professor, Dept. of Political Science

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা ও তাৎপর্য:

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনার মধ্যে ভারতের নিজস্ব দর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়। সাধারণত, যে সব আদর্শ ও নীতিগুলিকে ভিত্তি করে সংবিধান গড়ে উঠেছে সেগুলিই তার দর্শন। সাধারণতঃ সংবিধানের প্রস্তাবনাতে এই দার্শনিক চিন্তার প্রতিফলন ঘটে। ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় এই দার্শনিক চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে। এই দার্শনিক চিন্তা ভাবীর দুটি উৎস আছে। একটি হল পাশ্চাত্য উৎস আর একটি হল ভারতের সনাতন চিন্তাধারা। সংবিধান রচয়িতাদের অনেকে ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত। তারা মিল, বেন্থাম প্রমুখদের চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে উদারনৈতিক চিন্তার আলোকে সংবিধান রচনা করেছেন। সাম্য, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, দায়বদ্ধতার নীতি প্রভৃতি পাশ্চাত্য দর্শনের নির্যাস। সেই সঙ্গে তারা ভারতের সনাতন চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। ন্যায়-নীতিপ্রতিষ্ঠা, সৌভ্রাতৃত্ব ও পরম সহিষ্ণুতা প্রভৃতি আদর্শের স্বীকৃতি সনাতন ভারতীয় চিন্তার ফসল।

এই ভাবে পাশ্চাত্য ও ভারতীয় দর্শনের ভিত্তিতে সংবিধানে যে সব মূল আদর্শ সংকলিত ও গৃহীত হয়েছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— গণতান্ত্রিক ও দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতান্ত্রিক সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা, মৌলিক অধিকারের উপর গুরুত্ব আরোপ, ন্যায়, সাম্য, মৈত্রীর নীতি প্রভৃতি। এমন কি পরবর্তীকালে যে সব মৌলিক কর্তব্য যুক্ত হয়েছে, সেগুলিও ভারতের সনাতনী আদর্শ, মূল্যবোধ ও দর্শনে প্রতিফলিত হয়েছে।

মূল উপাদান : ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তবনাটি হল ভারতীয় সংবিধানের দার্শনিক ভিত্তি। তাই ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনাটি হল— **"আমরা ভারতের জনগণ, ভারতকে একটি সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্ররূপে গড়ে তুলতে এবং ভারতের সমস্ত নাগরিকের জন্য সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায় বিচার সুনিশ্চিত করতে; চিন্তা ও মত প্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম ও উপাসনার স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করতে; অবস্থা ও সুযোগর সমতা সৃষ্টি এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তি মর্যাদা জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুনিশ্চিত করার জন্য সৌভ্রাতৃত্বের প্রসারকল্পে আজ**

১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর সত্য নিষ্ঠার সঙ্গে সংকল্প নিয়ে এই সংবিধান গ্রহণ ও বিধিবদ্ধ করছি এবং নিজেদের অর্পণ করছি।"

দর্শনের উপাদানগুলির বিশ্লেষণ :

(১) "আমরা ভারতের জনগণ": আমরা ভারতের জনগণ'-এর অর্থ হল ভারতে চরম সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী জনগণ এবং জনগণই সংবিধানের রচয়িতা। ডঃ আম্বেদকর বলেছেন— ভারতের সংবিধানের উৎস জনগণ এবং এর কর্তৃত্ব সার্বভৌমিকতা জনগণের হাতে অর্পণ করা হয়েছে। এ.কে. গোপালন বনাম মাদ্রাজ রাজ্য মামলার রায় দানকালে বলা হয়েছিল, প্রস্তাবনা অনুযায়ী ভারতীয় জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।

সমকালীন পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে গণপরিষদকে সে সময় যথা সম্ভব গণতান্ত্রিক দল হয়েছিল। জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধির আইন সভায় সংবিধান সংশোধন করতে পারে।

(২) সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র : সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সার্বভৌম কথার অর্থ হল ভারত আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় দিক থেকে চুড়ান্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত সরকার স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি তৈরি করে। অধ্যাপক জোহারির মতে, ভারত সার্বভৌম, তার কারণ ভারতের সংবিধান ভারতের জনগণের দ্বারা রচিত। নেহরুর মতে,গণতন্ত্র ও সাধারণত দুটি শব্দ সমার্থব্যঞ্জক। ভারতে গণতান্ত্রিক আদর্শকে গ্রহণ করা হয়েছে। যার অর্থ হল ভারতের শাসন ব্যবস্থা জনগণের দ্বারা জনগণের কল্যাণের জন্য। জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই দেশ শাসন করবে এবং উশণনের কাছে কাজের জবাব দিহি করতে হবে। সাধারণতন্ত্র কথার অর্থ হল এখানে কেরাজা বা রাজতন্ত্রের অস্তিত্ব নেই। এখানে শাসন বিভাগের শীর্ষে আছেন জনগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি।

(৩) সমাজতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ : ১৯৭৬ সালে ৪২তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে বিনয় সমাজতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ দুটি সংযুক্ত হয়েছে। সমাজতন্ত্র বলতে উৎপাদনের উপকণগুলির ওপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত এবং উৎপাদিত সম্পদের সমবন্টনকে বোঝায়। কিন্তু ভারতে মিশ্র অর্থনীতির মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাওয়া হয়েছে। অন্যদিকে ধর্মনিরপেক্ষতা হল প্রাচীন ভারতের এক মহান আদর্শ। ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারে ভারত সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। এই রাষ্ট্র কোনো বিশেষ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা বা বিরোধিতা করে না।

(৪) সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা : সংবিধানের প্রস্তাবনায় আরো একটি

দার্শনিক ভিত্তি প্রতিফলিত হয়েছে। তা হল নাগরিকদের জন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করা। ভারতীয় সংবিধান রচয়িতারা অনুভব করেছিলেন যে, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা না হলে সমস্ত অধিকার মূল্যহীন হয়ে পড়বে। প্রস্তাবনার এই আদর্শের প্রতিফলন ঘটেছে মূল সংবিধানের তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে।

তৃতীয় অধ্যায়ে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলিকে স্বীকৃতি দিয়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সংকল্প দৃঢ় ভাবে ঘাোষিত হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে নির্দেশ মূলক নীতিগুলির মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

(৫) চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম ও উপাসনার স্বাধীনতা : সংবিধানের প্রস্তাবনায় চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম ও উপাসনার স্বাধীনতা, মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে সাম্য এবং ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতির ঐক্য ও সহৃতির নিশ্চয়তা সাধনে ভ্রাতৃত্ববোধের প্রসারের কথা বলা হয়েছে। সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে ১৪-১৮ নং ধারায় সাম্যের কথা বলা হয়েছে। ৩০নং ধারায় সম্পত্তির অধিকারের কথা বলা হয়েছে। ২৫-২৮ নং ধারায় ধয় স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে। ১৯-২২ নং ধারায় স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে। প্রস্তাবনায় এই আদর্শগুলির মাধ্যমে বিশাল ও বৈচিত্র্যময় এই দেশকে ঐক্য ও সংহতির বন্ধনে আবদ্ধ রাখতে চাওয়া হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায় যে, ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনার বিশ্লেষণ থেকে যে রাজনৈতিক ধ্যানধারণার পরিচয় পাওয়া গেল তাতে পাশ্চাত্য দর্শনের প্রভাব সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করা যায়। ইউরোপীয় উদারনৈতিক দর্শনের প্রতি সংবিধান রচয়িতাদের আকর্ষণ প্রস্তাবনায় প্রতিফলিত হয়েছে। বার্কার তার Principles of social and political Theory' গ্রন্থে লিখেছেন- 'I am proud of that the people of India should begin their independent life by subscribing to the principles of a political tradition which we in the west call western, but which is now something more then the western. তবে সাম্য, ন্যায়, ধর্মনিরপেক্ষতা ও ভ্রাতৃত্ববোধের ভারতীয় জীবনাদর্শও প্রস্তাবনায় স্থান পেয়েছে। এভাবে পাশ্চাত্য ও ভারতীয় দর্শনের মিলন প্রস্তাবনার মধ্যে দেখা যায়।

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনার গুরুত্ব ও তাৎপর্য:

যেকোনো লিখিত আইন বা বিধি ব্যবস্থার একটু মুখবন্ধ বা প্রস্তাবনা থাকে। সংবিধান হল দেশের সর্বোচ্চ আইন। সেজন্য লিখিত সংবিধানের শুরুতেও প্রস্তাবনা যুক্ত করা হয় যা সংবিধানের ভূমিকা বা মুখবন্ধ স্বরূপ। প্রস্তাবনাকে বলা হয় সংবিধানের আত্মস্বরূপ। সংবিধানে প্রস্তাবনার মধ্যেই সংবিধানের মধ্যে প্রবেশের মূলপথ রয়েছে। ১৮৮৭ সালে সর্বপ্রথম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের প্রস্তাবনা সংযুক্ত হয়।

সংবিধান বিশেষজ্ঞদের মতে আইনের মুখবন্ধে আইনের উদ্দেশ্য, নীতি ইত্যাদি ব্যাখ্যা করা হয়। বিচারপতি স্টোরির মতানুসারে সংবিধানের প্রস্তাবনাও হল তেমনই তাৎপর্যপূর্ণ। অর্থাৎ প্রস্তাবনা হল সংবিধান রচয়িতাদের উদ্দেশ্য, আইনের তাৎপর্য উপলব্ধি করার মূল চাবি। প্রস্তাবনা হল সংবিধানের দার্শনিক ভিত্তি। প্রস্তাবনা থেকে সংবিধানের আদর্শ ভিত্তি, রচয়িতাদের ইচ্ছা, সংবিধানের উৎস, আইনগত ভিত্তি, রাজনৈতিক ব্যবস্থা, সরকারী কাঠামো, সংবিধানের লক্ষ্য। ও উদ্দেশ্য প্রভৃতি জানা যায়। এককথায় প্রস্তাবনা হল সংবিধানের নির্যাস স্বরূপ।

আইনগত গুরুত্ব : ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা সংবিধানের মূল কার্যকরী অংশের সঙ্গে যুক্ত নয়। মূল অংশের পূর্বেই প্রস্তাবনাকে যোগ করা হয়েছে। সংবিধানের মূল অংশই কেবল আইনানুসারে স্বীকৃতও বলবৎযোগ্য। তবে সংবিধানের মূল অধ্যায়ে ব্যাখার ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা দিলে প্রস্তাবনার সাহায্য নেওয়া হয়। প্রস্তাবনার সঙ্গে সংবিধানের মূল অংশের বিরোধ বাঁধলে আদালত মূল অংশকেই গ্রহণ করে।

মূল প্রস্তাবনা : ভারতীয় সংবিধানের প্রথমেই প্রস্তাবনা যুক্ত হয়েছে। মূল প্রস্তাবনার সঙ্গে ১৯৭৬ সালে। ৪২ তম সংবিধান সংশোধনের দ্বারা সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা এবং জাতীয় সংহতির কথা প্রস্তাবনায় যুক্ত হয়েছে।

গুরুত্ব ও তাৎপর্য : ভারতীয় সংবিধানের মূল কার্যকরী অংশে যুক্ত না হলেও প্রস্তাবনার গুরুত্ব ও তাৎপর্যকে কোনো মতেই উপেক্ষা করা যেতে পারে না। এ প্রসঙ্গে সংবিধান বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনার তাৎপর্য ও গুরুত্ব বিষয়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে উল্লেখ করা যেতে পারে। যথা-

১। সংবিধান রচয়িতাদের মানসিকতা:সংবিধান রচয়িতারা কী ধরণের সংবিধান রচনা করতে চান তাদের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় বুঝতে প্রস্তাবনা সাহায্য করে। প্রস্তাবনার সাহায্যে সংবিধানে রচয়িতাদের মনোভাব অনুধাবন করা যায়। গোলকনাথ বনাম পাঞ্জাব রাজ্য মামলায় (১৯৬৭) বিচারপতি হিদায়েতুল্লার মতে প্রস্তাবনা সংবিধানের আত্মস্বরূপ। বেরুবাড়ি মামলা (১৯৬০) উল্লিখিত হয়েছে প্রস্তাবনা হল সংবিধান রচয়িতাদের উদ্দেশ্য অনুধাবনের মূল চাবি।

২। সংবিধানের মতাদর্শগত ভিত্তি : প্রত্যেক সংবিধানের একটি মতাদর্শগত ভিত্তি থাকে। কতকগুলি নীতি, আদর্শের উপর ভিত্তি করে সংবিধান গড়ে ওঠে। প্রস্তাবনায় তার সুস্পষ্ট লক্ষণ প্রকাশ করেছেন ভারতীয় সংবিধান প্রণেতারা। ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতকে সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্র হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে।

সার্বভৌম কথাটির অর্থ হল অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সকল ক্ষেত্রে বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণমুক্ত। মূল সংবিধানে 'সমাজতন্ত্র' শব্দটি না থাকলেও ৪২ তম সংবিধান সংশোধনে (১৯৭৬) প্রস্তাবনায় যুক্ত করা হয়েছে। এই

সমাজতন্ত্রের মূল নীতি হল মিশ্র অর্থনীতির সাহায্যে জনকল্যাণ সাধিত করা। ৪২ তম সংবিধান সংশোধন (১৯৭৬) এর দ্বারা প্রস্তাবনায় 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটিও যুক্ত হয়েছে। এর অর্থহল বহুধর্মালম্বির দেশ ভারতবর্ষ কোনাে বিশেষ ধর্মের প্রতি আগ্রহ দেখাবে না। অর্থাৎ ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র হবে না।

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতকে গণতান্ত্রিক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সার্বিক প্রাপ্ত বয়স্কের ভাোটাধিকারের স্বীকৃতি, আইনের অনুশাসন, স্বাধীন বিচার বিভাগের মাধ্যমে ভারতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা হয়েছে। রাজনৈতিক গণতন্ত্রের পাশাপাশি সামাজিক ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবনায় ভারতকে সাধারণত বা প্রজাতন্ত্র রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। গণতন্ত্রের মত সাধারণত জনপ্রতিনিধিদের সরকার থাকলেও সাধারণতন্ত্রে রাষ্ট্রপ্রধান জনগণ দ্বারা নির্দিষ্ট সময় অন্তর নির্বাচিত হন। বংশানুক্রমিকভাবে পদলাভ করেন না।

৩। ন্যায়বিচারের সকল্প : ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায়নাগরিকদের জন্য সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সংকল্পের কথা বলা হয়েছে। সামাজিক অস্পৃশ্যতা বিলোপ, অনুন্নত শ্রেণিদের জন্য সুযোগ সুবিধা প্রদান, সমান কাজের জন্য সমান মজুরী, প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের উল্লেখ এক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত স্বরূপ।

৪। স্বাধীনতার ক্ষেত্র তৈরি : প্রস্তাবনায় জনগণের চিন্তা, মতপ্রকাশ, ধর্ম, বিশ্বাস ইত্যাদি ক্ষেত্র তৈরীর অর্থাৎ এইসব স্বাধীনতা রক্ষার কথা বলা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে নাগরিকদের জন্য মৌলিক অধিকার এবং সেগুলি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা প্রণয়নের কথা বলা হয়েছে।

৫। সাম্য প্রতিষ্ঠা : ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় জনসাধারণের জন্য সুযোগ সুবিধা ও মর্যাদার সমতা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়েছে। গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার ক্ষেত্রে সাম্য অর্থপূর্ণ তাই সাম্যের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার কথা বলা হয়েছে।

৬। সৌভ্রাতৃত্ববোধ জাগরণ : প্রত্যেক জনগণের মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষার জন্য নাগরিকদের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ববোধ জাগরণের কথা প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে।

৭। জাতীয় ঐক্য ও সংহতি : যেকোনো দেশের উন্নয়নের জন্য দেশের মধ্যে জনগণের ঐক্য ও সংহতি একান্তভাবে কাম্য। ১৯৭৬ সালে ৪২তম সংশোধনী দ্বারা প্রস্তাবনায় জাতীয় সংহতি বিষয়টি যুক্ত করা হয়েছে।

উপরিউক্ত আলোচনা পর্যালোচনার ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে ভারতীয় সংবিধান রচয়িতাদের অভিব্যক্তি, সংবিধানের মহান আদর্শ, দর্শন, উৎস, লক্ষ্য, ভিত্তি প্রস্তাবনার মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে। এক কথায় প্রস্তাবনা হল সংবিধানের পথ নির্দেশিকা। তাই আইনগত তেমন গুরুত্বে না থাকলেও ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় সামগ্রিক প্রভাবিক তাৎপর্যকে কোনোভাবে অস্বীকার করা যাবে না।

***